নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪০.০০২.২৪-২০৩

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪৩১ / ২১ এপ্রিল ২০২৪

পরিপত্র-৮

বিষয় : **ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধানাবলী যথাযথ অনুসরণ ও কার্যকর প্রয়োগ এবং নির্বাচনি অপরাধ ও দন্ড সম্পর্কিত**

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। নির্বাচনের স্বচ্ছতা, গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে কারো কোন শৈথিল্যের অবকাশ নেই। এমতাবস্থায়, উপজেলা নির্বাচনে কোন প্রকারের অনিয়ম বা বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপ যাতে সংঘটিত না হয় বা কেউ কোন প্রকার অবৈধ প্রভাব বিস্তার না করতে পারে বা উক্তরূপ কোন প্রভাব বা হস্তক্ষেপের প্রশ্ন কারো মনে উদয় না হয় সে লক্ষ্যে সজাগ ও তৎপর থাকতে হবে।

২। **উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬:** উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে ''নির্বাচন-পূর্ব সময়'' বলতে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝায়। উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর কতিপয় বিধি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) **নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে সমানাধিকার (বিধি-৩):** আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিবে।

২। প্রচারণা সংক্রান্ত বিধান-(বিধি-৫) (১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ২২ এর অধীন প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে,জনসংযোগ এবং ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনে প্রচার ব্যতিত অন্য কোন প্রকারের নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবে না।

(২) উপ - বিধি (১) ও যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক কর্মী ও সমর্থককে সঙ্গে লইয়া জনসংযোগ করিতে পারিবেন না, এবং উক্তরূপ জনসংযোগকে কোনভাবে পথসভা, মিছিল বা জনসভায় রূপান্তর করা যাইবে না।

ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা (বিধি-৫ক) - আইন, উপজেলা পারিষদ নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৩ এবং এই বিধিমালার বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনি প্রচার - প্রচারণা পরিচালনা করিত পারিবেন, তবে উক্ত ক্ষেত্রে প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য সনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার – প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) ডিজিটাল বা সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া কোন বক্তব্য বা বিবৃতি, কোন ধরনের তিক্ত বা উসকানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ , সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এইরূপ কোন বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো বা রেস্ট হাউজ ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ (বিধি-৬):** নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী-

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো বা রেস্ট হাউজে অবস্থান করতে পারবেন না; এবং

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

(খ) তাহার পক্ষে বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিপক্ষে প্রচারণার স্থান হিসাবে সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, কোন সরকারি কার্যালয় অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৪) সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-৭): কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা বা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পুর্ব সময়-

(ক) প্রতিপক্ষের পথসভা, বা ঘরোয়া সভা বা শোভাযাত্রা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা কোন ভীতি সঞ্চারমূলক কিছু করিতে পারিবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে, তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;

(গ) পথ সভা ও ঘরোয়া সভা করতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে উহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোন সড়কে পথসভা করিতে পারিবেন না তদুদ্দেশ্যে কোন মঞ্চ তৈরি করিতে পারিবেন না;

(২) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৫) পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-৮): উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৮ অনুসারে:

(১) পোস্টার সাদা-কালো রঙের অথবা রঙিন হইতে পারিবে এবং উহার আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(২) পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাঁপানো যাবে না।

(৩) সাধারণ ছবির আকার ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হতে পারবে না।

(৪) নির্বাচনি প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হতে পারবে না।

(৫) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কারো নাম, ছবি বা প্রতীক ছাপাতে কিংবা ব্যবহার করতে পারবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সে ক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার দলের বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে বা লিফলেটে ছাপাতে পারবেন।

(৬) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শনের জন্য একাধিক রং ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখ বিহীন কোন পোস্টার লাগাতে পারবেন না।

(৮) কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত দেওয়াল বা যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটকেন্দ্র ব্যতিত নির্বাচনি এলাকার যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবেন।

(৯) নির্বাচনি প্রচারপত্র বা পোষ্টার বা লিফলেটে পলিথিনের আবরণ এবং প্লাষ্টিকের ব্যানার (পিভিসি ব্যানার) ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১০): নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।

(৭) মিছিল বা শো-ডাউন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১১): (২) নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোন প্রকার মিছিল বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না;

(৮) নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১২): (১) নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রতি ইউনিয়নে ১ (এক) টি এবং পৌরসভা এলাকায় প্রতি ৩ (তিন) টি ওয়ার্ডে ১ (এক) টির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস এবং কোন উপজেলায় ১ (এক) টির অধিক কেন্দ্রীয় ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(২) উপ-বিধি (১) উল্লিখিত ইউনিয়ন বা পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ের প্রতিটি নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসের আয়তন ৬ (ছয়) শত বর্গফুট এবং কেন্দ্রীয় ক্যাম্প বা অফিসের আয়তন ১২ (বার) শত বর্গফুটের অধিক হইতে পারিবে না।

(৩) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থান নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবে না।

(৯) প্রচারকার্যে যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৩): কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোন প্রকারের মিছিল বের করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না, তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করতে পারিবে না; এবং

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাতে পার্বে না।

(১০) **নির্বাচনের দিন যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৪):** কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে-

(ক) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যানবাহন ভাড়া করা যাইবে না বা ব্যবহার করা যাইবে না; এবং

(খ) নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কোন যানবাহন চালানো যাইবে না।

(১১) **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৫):** কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

(১২) **বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-২৭):** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রকারের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিলবোর্ড ভূমি বা অন্য কোন কাঠামো বা বৃক্ষ ইত্যাদিতে স্থাপন বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(১৩) **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৬):** কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করিতে পারিবে না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না; এবং

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবে না;

(১৪) **প্রচারণামূলক বক্তব্য, খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন প্রদান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৭):** কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ছবি বা তাহার পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্ন সম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবে না; এবং

(গ) ভোটারগণকে কোনরূপ উপঢৌকন, বক্শিশ, ইত্যাদি প্রদান করিতে পারিবে না।

(১৫) **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৮):** কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না; এবং

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বল প্রয়োগ বাঅর্থ ব্যয় করিতে পারিবে না।

(১৬) বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-১৯): কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908) এর section 2 এ সংজ্ঞায়িত explosive substance এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) এর section 4 এ সংজ্ঞায়িত arms ও ammunition বহন করিতে পারিবেন না।

(১৭) ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-২০): কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

(১৮) মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-২১): (১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান একটি ইউনিয়নে অথবা পৌরসভায় পথসভা বা নির্বাচনি প্রচারণার কাজে ১ (এক) টির অধিক মাইক বা জনসভায় ৪ (চার) টির অধিক মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকার পূর্বে এবং রাত ৮ (আট) ঘটিকার পরে করা যাইবে না।

(৩) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষ, নির্বাচনি প্রচার কার্যে ব্যবহৃত মাইক বা শব্দ বর্ধণকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ (ষাট) ডেসিবেলের অতিরিক্ত হইতে পারিবে না।

(১৯) **সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নির্বাচনি প্রচারণা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ (বিধি-২২):** (১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনি এলাকায় প্রচারণায় বা নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল তাহার ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে যেতে পারিবেন।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্র, সরকারি যানবাহন, অন্য কোন সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২০) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যের কতিপয় ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ (বিধি-২৬): উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২২ এ যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় কোন পদে প্রার্থী হলে তিনি মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় হতে ভোট গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি কার্যক্রমে উপজেলা পরিষদের অফিস ও যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(খ) উপজেলা পরিষদ বা তার আওতাধীন কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার কোন কার্যক্রমে বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা এনজিও এর কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২১) ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার (বিধি-৩০): (১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ বা ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২২) বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ (বিধি-৩২): (১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন প্রার্থীর পক্ষে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(২৩) কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল (বিধি-৩৩): (১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান, বা ক্ষেত্রমত, ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করেছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টকে এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা কোন রাজনৈতিক দল বা তাহাদের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট সকলকে উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিভিন্ন নির্বাচনি অপরাধ, দন্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি এবং উক্ত অপরাধের শাস্তিসমূহের বিষয়ে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েলের উনবিংশ অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এই পরিপত্রে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ অনুসারে সংক্ষিপ্তভাবে উপজেলা নির্বাচনের কতিপয় অপরাধ ও অপরাধের দন্ড নিম্নে উল্লেখ করা হইল:

(১) অন্যের নাম ধারণের শাস্তি (বিধি ৭২): যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির নাম ধারণ করিয়া ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চান তাহা হইলে, অন্যের নাম ধারণ করিবার দায়ে উক্ত প্রথমোক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) অবৈধ প্রভাব বিস্তার ও শাস্তি (বিধি-৭৩): (১) কোন ব্যক্তি অবৈধ প্রভাব বিস্তারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট দান করিতে বা তাহা হইতে বিরত থাকতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হইতে বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে-

(অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন; বা

(আ) কোন আঘাত, ক্ষতি, সম্মানহানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটানোর ভীতি প্রদর্শন করেন; বা

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন; বা

(ঈ) কোন ধর্মীয় দন্ড প্রদান করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন; বা

(উ) কোন সরকারি প্রভাব বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন;

(খ) কোন ব্যক্তি ভোট প্রদান করার কারণে বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে বা প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার কারণে, দফা (অ) হতে (উ) তে বর্ণিত কোন কাজ করেন;

(গ) অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে-

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তার ভোটাধিকার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধাদান করেন; বা

(আ) কোন ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা :- এই বিধিতে ''সম্মানহানি" বলতে সামাজিক ভৎর্সনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি বিধি ৭৩ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও শাস্তি (বিধি-৭৪) : (১) কোন নির্বাচনি এলাকার ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ (বত্রিশ) ঘন্টা, এবং ভোটগ্রহণ শুরুর পরবর্তী ৬৪ (চৌষট্টি) ঘন্টা সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচনি এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা তাহাতে যোগদান করিতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘটিত করিতে বা তাহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

(২) বিধি ৭৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন আক্রমণাত্মক কাজ বা বিশৃঙ্খলামূলক আচরণ করতে পারিবেন না; বা

(খ) ভোটার বা নির্বাচনী কাজকর্মে নিয়োজিত বা দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না; বা

(গ) কোন অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি বিধি ৭৪ এর উপ-বিধি (১) অথবা (২) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৪) ভোটগ্রহণের তারিখে মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী যন্ত্র ব্যবহারের শাস্তি (বিধি ৭৬) : কোন ব্যক্তি অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ০২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন, যদি তিনি ভোটগ্রহণের তারিখে-

(ক) ভোটকেন্দ্র হতে শোনা যায় এমনভাবে কোন মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করনে;

(খ) অনবরত ভোটকেন্দ্রে শোনা যায় এমনভাবে চিৎকার করেন;

(গ) এরূপ কোন কাজ করেন যাহা

(অ) ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের জন্য আগত কোনো ভোটারকে বিরক্ত করে বা তার অসন্তোষ ঘটায়; বা

(আ) প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন ব্যক্তি দায়িত্ব পালন ব্যাহত করে; বা (ঘ) দফা (ক) হতে (গ)-তে উল্লিখিত কোন কাজ করতে সহায়তা করেন।

(৫) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার শাস্তি (বিধি-৭৮) : কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসার বা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত কোন প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি-

(ক) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে বা রক্ষা করিবার জন্য সহায়তা করতে ব্যর্থ হন;

(খ) কোন আইনানুগ উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পূর্বে অফিসিয়াল সিলমোহর সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেন; বা

(গ) কোন নির্দিষ্ট ব্যালট পেপার দ্বারা কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হইয়াছে তদসম্পর্কে ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোন তথ্য প্রদান করেন।

(৬) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার শাস্তি (বিধি-৮০) : কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা এ বিধিমালার দ্বারা বা অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সরকারী দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত কর্মকর্তা, বা ক্ষেত্রেমত ব্যক্তি অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ০১ (এক) বৎসরের কারাদন্ডে বা অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৭) নির্বাচনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে হুমকি, ভীতি-প্রদর্শন ও বাধা প্রদানের শাস্তি (বিধি-৮০ ক): যদি কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন কোন নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তিকে হুমকি, ভীতি-প্রদর্শন, আঘাত বা অন্য কোনভাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, বা এই বিধিমালার অধীন কোন নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন গণমাধ্যম প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষককে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, বা তাহার শারীরিক কোন ক্ষতি করেন বা তাহার দায়িত্ব পালনে ব্যবহার্য সরঞ্জামের ক্ষতিসাধন করেন বা কোন ভোটারকে ভোট প্রদান হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে ভোটকেন্দ্রে যাইতে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, বা কোন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইতে বিরত রাখেন বা বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন, বা কোন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করান বা বাধ্য করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে, বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৮) সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহারের শাস্তি (বিধি-৮১) : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি কোনভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন।

২১/৪/২০২৪

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: ecsemc2@gmail.com

প্রাপক:

১। সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব)/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট..... (সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
৩। অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা/অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার ..... (সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি)..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৬। উপজেলা নির্বাচন অফিসার/নির্বাচন অফিসার,..... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪০.০০২.২৪-২০৩

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪৩১ / ২১ এপ্রিল ২০২৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১০. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)
১১. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... রেঞ্জ (সকল)
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৫. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৬. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
১৭. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৮. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. পরিচালক (জনসংযোগ) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২০. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২১. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... -এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৬. উপজেলা / থানা নির্বাচন কর্মকর্তা (সকল)
২৭. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।
২৮. অফিসার ইন-চার্জ ..... (সংশ্লিষ্ট)

২৯/৪/২০২৪

(মোহাম্মদ শাহজালাল)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২
ফোন: ৫৫০০৭৫৫৯ (অফিস)
E-mail: ecsemc2@gmail.com